

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, সোমবার, ২৩ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-41 23 November 2026 ◆ Monday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



দিল্লিতে ২১.৬৬ কোটির অসম ভবনের উদ্বোধন হিমন্তের

একসঙ্গে থাকতে পারবেন ৪২ জন, চিকিৎসক ও পড়ুয়াদের থাকার সুবিধায় বিশেষ গুরুত্ব

গুয়াহাটি : রাজধানীতে চিকিৎসা, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনে যাওয়া অসমের বাসিন্দাদের থাকার সুবিধা আরও বাড়াতে দিল্লির দ্বারকা সেক্টর ১৩-তে রাজ্যের তৃতীয় অসম ভবনের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সোমবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি জানান, ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই অতিথিশালায় একসঙ্গে ৪২ জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। বিশেষ করে দীর্ঘদিন চিকিৎসার প্রয়োজনে দিল্লিতে থাকতে হয় এমন রোগী ও পড়ুয়াদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।

১ হাজার বর্গমিটার জমির উপর নির্মিত ভবনটিতে রয়েছে একটি সম্মেলন কক্ষ, দু'টি ডরমিটরি এবং ন'টি গাড়ি রাখার পার্কিং ব্যবস্থা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসমের



মুখ্যসচিব রবি কোটা, মন্ত্রী কেশব মহন্ত, পীযূষ হাজরিকা, জয়ন্ত মল্লবরুয়া ও বিমল বরা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার উপাধ্যক্ষ ভুবনেশ্বর কলিতাও।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, দ্বারকা সেক্টর ১৭-তেও আরও একটি অসম ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। শীঘ্রই তার কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি আলমসাইড, কবি ভবন ও ডিমাসা ভবন গড়ে তোলার উদ্যোগ চলছে। অসম ভবন থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকায় যাতায়াতের সুবিধার্থে বাস পরিষেবা চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে। দিনের বেলায় চলাচল করে সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে ফিরে আসবে বাসটি।

এদিন জুবিন গার্গের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজ আগামী দু'মাসের মধ্যে শুরু হবে বলেও জানান হিমন্ত। জুবিনের পরিবারের সিদ্ধান্তে সরকার হস্তক্ষেপ করবে না বলে স্পষ্ট করে তিনি জানান, পরিবারকে মাসিক আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দেওয়া হলেও গরিমা শইকিয়া গার্গ তা গ্রহণ করেননি। সরকারের পক্ষ থেকে পরিবারের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানো হবে। অনুষ্ঠানে কেশব মহন্ত এই উদ্যোগকে অসমবাসীর জন্য রাজধানীতে 'ঘরের মতো আশ্রয়' বলে অভিহিত করেন। মুম্বইয়েও নতুন অসম ভবন নির্মাণ এবং পুরনো ভবন পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

মণিপুরে অ্যাম্বুল্যান্স ও বিএসএফের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত অন্তঃসত্ত্বা

ইম্ফল : ঘন কুয়াশার জেরে মণিপুরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার। একটি অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় ওই মহিলা ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। সংঘর্ষে অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা আরও কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন বিএসএফের একাধিক জওয়ানও। তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে আহতদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ঘন কুয়াশার কারণে রাস্তায় দৃশ্যমানতা অত্যন্ত কমে গিয়েছিল। এর জেরেই দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে বলে অনুমান। দুর্ঘটনার সুনির্দিষ্ট কারণ এবং আহতদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আরও তথ্যের অপেক্ষায় রয়েছে প্রশাসন।

তিন মামলায় অভিষেকের রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়াল হাইকোর্ট, স্বস্তি তৃণমূল সাংসদের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর: তিন থানায় দায়ের হওয়া মামলায় আপাতত স্বস্তি পেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর রক্ষাকবচের মেয়াদ আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ জানায়, এই সময়ের মধ্যে পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না।



অভিষেকের 'সেবাশ্রয়' প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে ডায়মন্ড হারবার, বিষ্ণুপুর ও রবীন্দ্রনগর থানায় দায়ের হওয়া মামলাগুলির তদন্ত চলছে। পাশাপাশি ভবানীপুর, কালীতলা ও বিষ্ণুপুর থানায় দায়ের হওয়া তিনটি এফআইআরেও আগে রক্ষাকবচ পেয়েছিলেন তিনি। গত ২৫ আগস্ট দেওয়া সেই সুরক্ষার মেয়াদ ৩০ নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল। তবে আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে অভিষেককে। তদন্তকারী সংস্থা তলব করলে ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস দিয়ে তাঁকে হাজির হতে হবে। অসহযোগিতা করলে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবে রাজ্য।

শিলং পিক রোপওয়ে প্রকল্প বাতিলের দাবিতে অনড় জেএসি

৬ নভেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের অবস্থান বিক্ষোভে মহিলারা

শিলং : মেঘালয়ের প্রস্তাবিত শিলং পিক রোপওয়ে প্রকল্প নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আর আলোচনায় বসতে রাজি নয় আন্দোলনকারীদের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি (জেএসি)। রবিবার জেএসি সভানেত্রী ডেবোরা মারবানিয়াং জানান, মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা এবং পর্যটনমন্ত্রী পল লিংডোর আলোচনার প্রস্তাবে সাড়া দেবে না কমিটি। তাঁর দাবি, লুম শিলং জলসংগ্রহ অঞ্চলের জলস্রোত ও বন্যপ্রাণের ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই এই আন্দোলন। লাবান-সহ



শিলংয়ের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা প্রতিবাদে শামিল হচ্ছেন। গত ৬ নভেম্বর থেকে সিভিল হাসপাতালের বিপরীতে অনির্দিষ্টকালের অবস্থান বিক্ষোভ করছেন মহিলারা। রবিবার আন্দোলনের ১৬তম দিন ছিল। এদিকে, প্রকল্পের সমীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির মূল্যায়ন প্রকাশের দাবি জানিয়েছে মেঘালয় প্রদেশ কংগ্রেস।

কুণাল ও মধুবন্তীর গানে জমজমাট জাটিঙ্গা ফেস্টিভ্যাল ২০২৬, দুই দিনের উৎসবের সমাপ্তি

হাফলং : বড়াইল পাহাড়ের পাদদেশে শীতের আমেজ ও সবুজ প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হল দু'দিনের জাটিঙ্গা ফেস্টিভ্যাল ২০২৬। ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সিইএম মঞ্জয় লাংথাসা। উপস্থিত ছিলেন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহিত হোজাই, পর্যটন বিভাগের ইএম নজিৎ কেম্প্রাই-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।



উদ্বোধনী দিনে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী নৃত্য পরিবেশনার পাশাপাশি বলিউডের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী কুণাল গাঞ্জাওয়ালার অনুষ্ঠান দর্শকদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। রবিবার সমাপ্তি দিনে মঞ্চ মাতান জনপ্রিয় বাঙালি সংগীতশিল্পী মধুবন্তী বাগচি। তাঁর গান শুনতে দর্শকদের ভিড় উপচে পড়ে।

উৎসবে ডিমাসা, জেমি নাগা, মার ও কুকি-সহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শিল্পীরা নিজেদের লোকনৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় 'মিস উইংস অব জাটিঙ্গা' সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা। বিজয়ী হন জেংশমাই খেরসা। প্রথম রানার-আপ এলামলিন্তি লাকিয়াং এবং দ্বিতীয় রানার-আপ কাসমাইদি নাবেনসা।

উল্লেখ্য, জাটিঙ্গার পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা গড়ে তুলতে ২০১০ সালে প্রথম এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। এবারও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ও বহির্জেলা থেকে পর্যটকদের সমাগম ঘটে।

জয়পুরে এক মাসের শিশুকন্যাকে খুনের অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে, নদীর পাড়ে মিলল কঙ্কাল!

শিলচর : কাছাড় জেলার জয়পুরে নিখোঁজ হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পর নদীর পাড় থেকে উদ্ধার হল এক মাসের শিশুকন্যার কঙ্কাল। শিশুটিকে খুন করে দেহ নদীর পাড়ে ফেলে আসার কথা স্বামীকে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় জানিয়েছেন বলে অভিযোগ তার মা অনামিকা সিং ছেত্রীর বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকেই তিনি পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় এক সপ্তাহ আগে তিন বছরের বড় মেয়েকে বাড়িতে রেখে এক মাসের শিশুকন্যাকে নিয়ে নিখোঁজ হন অনামিকা। তাঁর স্বামী দেবাশিস সিং ছেত্রী অসমের বাইরে কর্মরত। নিখোঁজের খবর পেয়ে দেবাশিসের বাবা জয়পুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে অনামিকার মোবাইলের অবস্থান শনাক্ত করে পুলিশ জানতে পারে, তিনি ট্রেনে অন্য রাজ্যে গিয়েছেন।

এদিকে, হোয়াটসঅ্যাপে স্বামীর সঙ্গে কথোপকথনে শিশুকন্যাকে হত্যার কথা স্বীকার করেন বলে অভিযোগ। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরিবারের সদস্যরা নদীর পাড়ে তল্লাশি চালিয়ে কঙ্কাল উদ্ধার করেন। পরে পুলিশ তা উদ্ধার করে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

সোমবার, ৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৩ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

সন্ত্রাস বন্ধ না হলে সংলাপ কতটা কার্যকর?

কাশ্মীরে ধারাবাহিক জঙ্গি হামলার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার পক্ষে ফের সওয়াল ফারুক আবদুল্লার। কিন্তু ১৯৪৭ সাল থেকে একাধিক শান্তি উদ্যোগ, চুক্তি ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পরও সীমান্তপারের সন্ত্রাস বন্ধ হয়নি। তাহলে সংলাপের পথ কতটা বাস্তবসম্মত, আর তার পূর্বশর্তই বা কী?

ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের ইতিহাসে শান্তির উদ্যোগের অভাব নেই। স্বাধীনতার পর থেকে দুই দেশের মধ্যে একাধিক যুদ্ধ, সংঘর্ষ, সীমান্ত উত্তেজনা এবং সন্ত্রাসবাদ সত্ত্বেও বারবার আলোচনার টেবিলে ফেরার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই কোনও না কোনও সংঘাত, জঙ্গি হামলা কিংবা সীমান্তপারের উত্তেজনা সেই উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করেছে। ফলে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজও একটি মৌলিক প্রশ্ন অমীমাংসিত;সন্ত্রাসের পরিবেশ বজায় রেখে আদৌ কি অর্থবহ সংলাপ সম্ভব?

২০২৬ সালের ১১ নভেম্বর কুলগামের আখরানে সিআরপিএফের ৪৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের শিবিরে হামলার পর জম্মু ও কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স সভাপতি ফারুক আবদুল্লা ফের পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তাঁর দীর্ঘদিনের অবস্থান, প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত ও পাকিস্তানকে শেষ পর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। তবে তাঁর এই বক্তব্য নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কারণ, কাশ্মীরের সাম্প্রতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং অতীতের জঙ্গি হামলার ইতিহাসের সঙ্গে এই আহ্বানকে মিলিয়ে দেখলে প্রশ্ন ওঠে, আলোচনার জন্য বারবার হাত বাড়ানোর পরও যদি সন্ত্রাস বন্ধ না হয়, তাহলে সেই কূটনীতির কার্যকারিতা কোথায়?

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকেই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক সংঘাত ও সমঝোতার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালের করাচি চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি রেখা নির্ধারিত হয়। ১৯৫০ সালের নেহরু-লিয়াকত চুক্তিতে দুই দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার বিষয়ে সমঝোতা হয়েছিল।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর ১৯৬৬ সালে তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মেটানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের সিমলা চুক্তি দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করে। এই চুক্তিতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি এবং তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমস্যা সমাধানের নীতিতে সম্মত হয়েছিল দুই দেশ। কিন্তু চুক্তি সত্ত্বেও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আশির দশকের শেষভাগ থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে সশস্ত্র জঙ্গিবাদের বিস্তার পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। সেই সময়েও কূটনৈতিক যোগাযোগ বজায় ছিল।

১৯৯৯ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ঐতিহাসিক লাহোর বাসযাত্রা দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। লাহোর ঘোষণার মাধ্যমে শান্তি ও আস্থা বৃদ্ধির বিষয়ে দুই দেশ সম্মত হয়েছিল। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই কার্গিল সংঘর্ষ সেই সম্ভাবনাকে ধাক্কা দেয়। ২০০১ সালের আগ্রা শীর্ষ বৈঠকেও দুই দেশের মধ্যে মতপার্থক্য দূর করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু কোনও চুক্তি ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়। একই বছরের ডিসেম্বরে ভারতীয় সংসদে জঙ্গি হামলার পর সম্পর্ক আরও অবনতি হয়।

২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত চলা সমন্বিত সংলাপ প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তা, বাণিজ্য, সন্ত্রাসবাদ, জলবণ্টন এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগসহ একাধিক বিষয় আলোচনার আওতায় এসেছিল। নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে বাস পরিষেবা এবং মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির মতো উদ্যোগও নেওয়া হয়। কিন্তু ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর মুম্বইয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলা সেই প্রক্রিয়াকে কার্যত থামিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়েও মনমোহন সিং সরকার কূটনৈতিক যোগাযোগ বজায় রাখার চেষ্টা করে। ২০০৯ সালে শার্ম আল শেখ বৈঠক, ২০১০-১১ সালে বিদেশসচিব পর্যায়ের আলোচনা এবং ২০১১ সালে মোহালিতে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক ছিল সেই প্রচেষ্টার অংশ।

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদিও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ, উফা বৈঠক এবং ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে আকস্মিক লাহোর সফর সেই কূটনৈতিক প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

দারিদ্র্য মোকাবিলায় ভারতের এক দশক: স্বস্তি থেকে স্বনির্ভরতার পথে কতটা বদলেছে গ্রামীণ অর্থনীতি?

কেআরসি টাইমস

২০১১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে প্রায় ৫০ কোটি ভারতীয় দারিদ্র্যসীমার বাইরে এসেছেন বলে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে দাবি। শৌচাগার, পানীয় জল, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসুরক্ষা থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ও মহিলাদের স্বনির্ভর উদ্যোগ;গত এক দশকে দারিদ্র্য মোকাবিলায় একাধিক সরকারি প্রকল্পের প্রভাব তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

ভারতের দারিদ্র্য মোকাবিলার ইতিহাসে গত এক দশককে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময় হিসেবে তুলে ধরেছে কেন্দ্রীয় সরকার। দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে নগদ আর্থিক সহায়তা ও বিভিন্ন ভর্তুকির ওপর নির্ভরতা থাকলেও, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মানুষের জীবনযাত্রার মৌলিক ঘাটতি দূর করা এবং উপার্জনের সুযোগ তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বলে দাবি সরকারের। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের মতে, এই পরিবর্তনের ফলেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সুফল পৌঁছেছে।

গত মাসে প্রকাশিত বিশ্বব্যাঙ্কের 'পভার্টি অ্যান্ড ইক্যুইটি ব্রিফ'-এর উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০১১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে প্রায় ৫০ কোটি ভারতীয় দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন। একই সময়ে চরম দারিদ্র্যের হারও প্রায় নির্মূলের পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এই পরিসংখ্যানকে গত এক দশকের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হিসেবে দেখছে কেন্দ্র। তবে এই পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করতে একাধিক ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন সীতারামন। তাঁর বক্তব্য, দারিদ্র্য কেবল আয়ের অভাব নয়। একটি পরিবারের নিরাপদ বাসস্থান, বিশুদ্ধ পানীয় জল, শৌচাগার কিংবা চিকিৎসার সুযোগ না থাকলে সামান্য আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও সেই পরিবার আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে যায়। পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হলে সঞ্চয়ের বড় অংশ চিকিৎসায় খরচ হয়ে যেতে পারে। ফলে আবার দারিদ্র্যের দিকে ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

এই বাস্তবতা মাথায় রেখেই কেন্দ্রীয় সরকার আবাসন, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, পরিচ্ছন্নতা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে দারিদ্র্য মোকাবিলার পরস্পর-সম্পর্কিত উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছে বলে দাবি অর্থমন্ত্রীর। স্বচ্ছ ভারত মিশনের মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে শৌচাগার নির্মাণ এবং পরিচ্ছন্নতা পরিকাঠামো সম্প্রসারণের কথা তুলে ধরেছেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এই উদ্যোগের ফলে স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। শৌচাগারের অভাবে শিশুদের স্বাস্থ্যের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ত, তা কমাতেও এই প্রকল্প ভূমিকা রেখেছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এর ফলে বছরে আনুমানিক ৬০ হাজার থেকে ৭০ হাজার শিশুর মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

একইভাবে জল জীবন মিশনের আওতায় গ্রামীণ পরিবারগুলিতে নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০১৯ সালে যেখানে প্রায় ৩ কোটি গ্রামীণ পরিবারের কাছে নলবাহিত জলের সংযোগ ছিল, সেখানে বর্তমানে সেই সংখ্যা প্রায় ১৬ কোটিতে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছেন সীতারামন। এর ফলে জল সংগ্রহের জন্য মহিলাদের দীর্ঘ পথ হাঁটার প্রয়োজন কমেছে। পাশাপাশি দূষিত জলবাহিত রোগের ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রেও এই প্রকল্পের ভূমিকা রয়েছে।

উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে রান্নার জন্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে পাকা বাড়ি এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে নগদবিহীন চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারণের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। সরকারের বক্তব্য, এই প্রকল্পগুলি শুধু জীবনযাত্রার মান উন্নত করেনি, বরং অসুস্থতা কিংবা অন্যান্য আকস্মিক আর্থিক সংকটের সময় দরিদ্র পরিবারগুলিকে সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়েছে। দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মৌলিক পরিষেবার পাশাপাশি নিয়মিত উপার্জনের সুযোগ তৈরি করাও জরুরি। এই লক্ষ্যে জনধন যোজনার মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

একসময় সরকারি বরাদ্দের বড় অংশ প্রকৃত উপভোক্তার কাছে পৌঁছনোর আগেই বিভিন্ন স্তরে আটকে যেত বলে অভিযোগ ছিল। সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর বা ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি) ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই পরিস্থিতিতে পরিবর্তন এসেছে বলে দাবি কেন্দ্রের। বর্তমানে দেশে ৫৯ কোটিরও বেশি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি অনুদান ও বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার ফলে দরিদ্র পরিবারগুলির সঞ্চয়ের সুযোগ তৈরি হওয়ার পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পথও খুলেছে। বিশেষ করে যাঁদের জমি বা সম্পত্তি বন্ধক রাখার মতো কোনও উপায় নেই, তাঁদের কাছে জামানতবিহীন ঋণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সুশ্মিতা ঘরাইয়ের উদাহরণ দিয়েছেন সীতারামন। করোনা অতিমারির সময় বাবাকে হারানোর পর তাঁদের পারিবারিক মুদ্রণ ব্যবসা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। জমি বা সোনা বন্ধক রাখার মতো সম্পদ না থাকায় ব্যবসা পুনরায় চালু করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। পরে মুদ্রা যোজনার আওতায় জামানতবিহীন ঋণ নিয়ে তিনি আবার ছাপাখানা চালু করেন। বর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠানে আটজন কর্মী কাজ করছেন, যা প্রথম পর্যায়ের তুলনায় দ্বিগুণ। ভবিষ্যতে ডিজিটাল প্রিন্টিং ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রয়েছে।

অর্থমন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মুদ্রা যোজনার আওতায় এখনও পর্যন্ত ৬০ কোটি ঋণ অ্যাকাউন্ট অনুমোদিত হয়েছে। এর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের সুবিধাভোগী মহিলা। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পের মাধ্যমে পথবিক্রেতা এবং প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী পেশার সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকে দারিদ্র্য মোকাবিলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে তুলে ধরেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি এখন শুধু সঞ্চয় বা ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যম নয়, বরং স্থানীয় স্তরে ব্যবসা ও কর্মসংস্থান তৈরির গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। বর্তমানে প্রায় ১০ কোটি গ্রামীণ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁদের প্রশিক্ষণ, ঋণ এবং ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। সরকারের হিসাব অনুযায়ী, ইতিমধ্যে ৩.৭ কোটিরও বেশি মহিলা 'লাখপতি দিদি' হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁদের বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা বা তার বেশি।

এই উদ্যোগের পরবর্তী লক্ষ্য মহিলাদের আরও বড় ব্যবসায়িক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করা। সেই লক্ষ্যেই 'কোটিপতি দিদি' হওয়ার স্বপ্ন সামনে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি 'নমো ড্রোন দিদি' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষিত মহিলারা কৃষিক্ষেত্রে ড্রোনের সাহায্যে কীটনাশক ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ ছড়ানোর পরিষেবা দিচ্ছেন। এর ফলে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য প্রচলিত পেশার বাইরে নতুন আয়ের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। গত বছর নাগাল্যান্ডের প্রত্যন্ত পাহাড়ি জেলা কিফিরে সফরের অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেছেন সীতারামন। সেখানে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন তিনি। তাঁদের মধ্যে এস্থার নামে এক মহিলা, যিনি 'লাখপতি দিদি', বাজরাভিত্তিক খাদ্যপণ্য তৈরি করে অনলাইনের মাধ্যমে রাজ্যের বাইরেও বাজার তৈরি করেছেন।

নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টকে নিশানা করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে কংগ্রেস

রাহুলকে আক্রমণ সর্বানন্দ সোনোয়ালের, উন্নত ভারতের লক্ষ্যে মোদি সরকারের পাশে থাকার আহ্বান

ডিব্রুগড় : নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এমনই অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। একই সঙ্গে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও তাঁর দল দেশের স্বার্থবিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

রবিবার অসমের ডিব্রুগড়ে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেসের রাজনৈতিক অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেন সোনোয়াল। তাঁর অভিযোগ, বিরোধীরা রাজনৈতিক স্বার্থে নির্বাচন কমিশন ও দেশের সর্বোচ্চ আদালতের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিশানা করছে। এই ধরনের প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি করার চেষ্টা চলছে।



কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, কংগ্রেসের এই বিভ্রান্তিমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে সচেতন নাগরিকরা সরব হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার যে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, সাধারণ মানুষ সেই কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সোনোয়াল বলেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' এবং আত্মনির্ভর ভারতের ধারণার মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটানো। উন্নয়নের এই প্রক্রিয়ায় কোনও শ্রেণি বা সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে রাখার সুযোগ নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে, রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগও তোলেন সোনোয়াল। তাঁর দাবি, দেশের ঐক্য ও অগ্রগতিকে দুর্বল করতে চায় এমন শক্তির সঙ্গে বিরোধীরা নিজেদের অবস্থান মেলাচ্ছে। তবে নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নির্দিষ্ট কোন অভিযোগের জবাবে সোনোয়াল এই মন্তব্য করেছেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের কোনও প্রতিক্রিয়াও এই প্রতিবেদনে পাওয়া যায়নি।

চিনির বস্তার আড়ালে পাচারের চেষ্টা, কাছাড়ে ট্রাক থেকে উদ্ধার ৩৫০ বস্তা ইউরিয়া সার



শিলচর : চিনির বস্তার আড়ালে লুকিয়ে মিজোরামে পাচারের চেষ্টা! কাছাড়ের লাইলাপুর চেকপোস্টে একটি ট্রাক আটক করে ৩৫০ বস্তা ইউরিয়া সার উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় ট্রাকচালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সোমবার শিলচর থেকে মিজোরামের দিকে যাওয়ার পথে ৬(১১ ক্ষুথ ০১৫১ নম্বরের ট্রাকটিকে সন্দেহবশত আটক করে লাইলাপুর পুলিশ। এরপর গাড়িটিতে তল্লাশি চালাতেই সামনে আসে সারের চালান।

পুলিশের দাবি, ট্রাকের ভিতরে ৩৫০ বস্তা ইউরিয়া সার রাখা হয়েছিল। সেগুলি যাতে সহজে নজরে না আসে, সে জন্য সারের বস্তার উপরে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল চিনির বস্তা। বাইরে থেকে দেখে যাতে পণ্য পরিবহণের বিষয়টি সন্দেহজনক বলে মনে না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই কৌশল নেওয়া হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের।

ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ট্রাকচালক সিরাজ উদ্দিনকে। তিনি হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুরের বাসিন্দা। আটক ট্রাক এবং উদ্ধার হওয়া সার ইতিমধ্যেই নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

সারের চালানটি কোথা থেকে আনা হয়েছিল, এর পিছনে কোনও সংগঠিত চক্র কাজ করছে কি না এবং মিজোরামের কোথায় তা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও বৃহত্তর পাচারচক্রের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য সামনে আসেনি।

উল্লেখ্য, অসমের বরাক উপত্যকা থেকে মিজোরামের সঙ্গে সংযোগকারী সড়কপথে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে লাইলাপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ। ফলে এই রুটে সারসহ বিভিন্ন পণ্যের অনুমোদনহীন পরিবহণের অভিযোগ নতুন করে নজরে এসেছে। উদ্ধার হওয়া ইউরিয়া সার বৈধভাবে পরিবহণ করা হচ্ছিল কি না, তার নথিপত্রও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জনগণনা প্রস্তুতির জেরে এগিয়ে এল গুণোৎসব, ৬ জানুয়ারি থেকে শুরু অসমে

গুয়াহাটি : আসন্ন জনগণনা প্রক্রিয়ার প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখে গুণোৎসব ২০২৭-এর সূচি পরিবর্তন করল অসম সরকার। আগে ১৯ জানুয়ারি থেকে এই রাজ্যব্যাপী বিদ্যালয় মূল্যায়ন কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও নতুন সূচি অনুযায়ী তা এগিয়ে এনে ৬ জানুয়ারি করা হয়েছে। রাজ্যের ৩৫টি জেলায় দু'টি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে সপ্তম গুণোৎসব।

সমগ্র শিক্ষা, অসম-এর কার্যনির্বাহী অধিকর্তা বিপুল কুমার দাসের স্বাক্ষরিত ২১ নভেম্বরের বিজ্ঞপ্তিতে সংশোধিত সূচির কথা জানানো হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৬ থেকে ৯ জানুয়ারি ২০টি জেলায় মূল্যায়ন চলবে। ৬ জানুয়ারি বিদ্যালয়গুলিতে স্ব-মূল্যায়ন এবং ৭ থেকে ৯ জানুয়ারি বহিরাগত মূল্যায়ন হবে। এই পর্যায়ে রয়েছে কাছাড়, বরপেটা, ধুবড়ি, ডিব্রুগড়, কামরূপ মেট্রো, যোরহাট, শিবসাগর, তিনসুকিয়া-সহ ২০টি জেলা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বাকি ১৫টি জেলায় ১৯ জানুয়ারি স্ব-মূল্যায়ন এবং ২০ থেকে ২২ জানুয়ারি বহিরাগত মূল্যায়ন হবে। এই তালিকায় রয়েছে হাইলাকান্দি, শ্রীভূমি, নগাঁও, হোজাই, ডিমা হাসাও, কার্বি আংলং-সহ অন্যান্য জেলা।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বজালি ও তামুলপুরে গুণোৎসব পরিচালনার দায়িত্ব যথাক্রমে বরপেটা ও বাকসা জেলা গ্রহণ করবে।

উল্লেখ্য, গুণোৎসবের মাধ্যমে পড়ুয়াদের শিক্ষাগত অগ্রগতি, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো এবং শিক্ষার সামগ্রিক মান মূল্যায়ন করা হয়। সরকারি বিদ্যালয়ের দুর্বলতা চিহ্নিত করে শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

বিষমদে মণিপুরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৭, কলকাতার পরীক্ষাগারে পাঠানো হল নমুনা

গ্রেফতার ৬, হাসপাতালে ভর্তি ২২৮ জন; তদন্তে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন

ইম্ফল : মণিপুরে সন্দেহজনক বিষমদ পান করে মৃত্যুর ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭। ঘটনার তদন্তে নেমে স্থানীয়ভাবে তৈরি সন্দেহজনক মদের নমুনা পরীক্ষার জন্য কলকাতার ন্যাশনাল ফুড ল্যাবরেটরিতে (এনএফএল) পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি ইম্ফলের ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি এবং রাজ্য জনস্বাস্থ্য পরীক্ষাগারেও নমুনা পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ইম্ফলে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের দরবার হলে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের মুখপাত্র তথা বিধায়ক থোকচোম রাধেশ্যাম সিং এই তথ্য জানান। তাঁর বক্তব্য, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আর কে দীনেশের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এক মাসের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে তদন্তের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে কমিটিকে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষমদ-কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে। অবৈধ মদের উৎপাদন ও বিক্রির বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে অভিযানও অব্যাহত



রয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৪,৬০০ লিটার বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সরকারি মুখপাত্র।

এদিকে, বিষমদে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় এখনও পর্যন্ত ১,১৩০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২২৮ জন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এঁদের মধ্যে ৩৮ জনের ডায়ালিসিস চলছে বলে জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের আর এক মুখপাত্র তথা বিধায়ক ড. সপম রঞ্জন সিং। সরকারি মুখপাত্র রাধেশ্যাম সিং জানিয়েছেন, আইন ভেঙে অবৈধ মদ তৈরি, মজুত কিংবা বিক্রির সঙ্গে যুক্ত কাউকেই রেয়াত করা হবে না। সাধারণ মানুষ ও সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে এ ধরনের বেআইনি কার্যকলাপের তথ্য প্রশাসনকে জানানোর আবেদনও জানিয়েছেন তিনি।

নির্বাচনের সময়ই কংগ্রেস-সিপিএমের মানুষের কথা মনে পড়ে, দাবি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার

আগরতলা : নির্বাচনের সময় মানুষের কাছে যায় কংগ্রেস ও সিপিএম। অন্যদিকে বিজেপি সারা বছর উন্নয়ন ও জনসেবার কাজে নিয়োজিত থাকে। রবিবার আগরতলায় এমনই দাবি করে বিরোধী দলগুলিকে নিশানা করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। তাঁর বক্তব্য, বিজেপির রাজনীতি নির্বাচনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বছরের প্রতিটি দিনই সরকার উন্নয়নের কাজে ব্যস্ত থাকে।



আগরতলা পুর নিগমের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শহরের ৫১টি ওয়ার্ডেই বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। কাজ করতে গিয়ে তিনি নিজেও একাধিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। তবে অধিকাংশ কাউন্সিলর যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং মেয়রও শহরের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি।

আগরতলার পরিবর্তনের প্রশংসা করে মানিক সাহার বক্তব্য, গত পাঁচ বছরে পুর নিগমের জনপ্রতিনিধিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শহরের চেহারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। বাইরে থেকে আসা মানুষও আগরতলার সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছেন। স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে আগরতলা পুর নিগম জাতীয় স্তরেও স্বীকৃতি পেয়েছে বলে জানান তিনি। উন্নয়নমূলক কাজের প্রশ্নে সিপিএমের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিরোধীরা প্রায়ই জানতে চায় বিজেপি সরকার কী উন্নয়ন করেছে। তাঁর দাবি, উন্নয়ন দেখতে না পাওয়ার অভিযোগের পিছনে বিরোধীদের দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, কারও চোখে ছানি পড়লে আগে তার চিকিৎসা করানো উচিত, যাতে তিনি চারপাশের পরিবর্তন দেখতে পারেন।

মানিক সাহার কথায়, উন্নয়নের কোনও জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায় হয় না। বিজেপি সরকার সারা বছর মানুষের জন্য কাজ করে। তাঁর দাবি, তাঁদের সরকার ৩৬৫ দিন, ২৪ ঘণ্টা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকে।

চিন থেকে বাংলাদেশে যাচ্ছিল মিসাইল তৈরির বিপুল সরঞ্জাম! রুখে দিল ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনী



জাকার্তা : ১৫টি কন্টেনারে সোডিয়াম পারক্লোরেট, উদ্ধার লক্ষ লক্ষ ৪জি সিম কার্ড; জাহাজের গন্তব্য মোংলা বন্দর, ঘটনায় উদ্বিগ্ন নয়াদিল্লি

বিস্ফোরক তৈরির বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক নিয়ে বাংলাদেশগামী একটি রহস্যময় জাহাজ আটক করল ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনী। চিনের লিয়াংগুয়াং বন্দর থেকে বাংলাদেশের মোংলা বন্দরের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল এমভি স্টার লাইন নামের জাহাজটি। মাঝসমুদ্রে তার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সেটিকে আটক করে তল্লাশি চালান নৌসেনারা। আর তাতেই উদ্ধার হয় ৪০৫ টন সোডিয়াম পারক্লোরেট। রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই রাসায়নিক। শুধু তাই নয়, জাহাজে বিপুল সংখ্যক ৪জি সিম কার্ডও পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশে এত বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক ও সিম কার্ড পাঠানোর উদ্দেশ্য কী, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। গোটা ঘটনায় উদ্বিগ্ন ভারতও। কূটনৈতিক সূত্রে খবর, বিষয়টি নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার কাছে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে নয়াদিল্লি।

ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনীর কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল ডেনি সেপ্টিয়ানা জানিয়েছেন, উপকূলীয় জলসীমায় জাহাজটিকে আটক করা হয়েছে। জাহাজে মোট ৩৬টি কন্টেনার ছিল। তার মধ্যে ১৫টি কন্টেনারে মজুত ছিল সোডিয়াম পারক্লোরেট। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে বিপুল সংখ্যক মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত ৪জি সিম কার্ড। তবে এই বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক ও যোগাযোগের সরঞ্জাম কেন বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছিল, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা মেলেনি। এর পিছনে কোনও নাশকতার ছক রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

এই ঘটনা সামনে আসতেই ২০০৪ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্র উদ্ধারের স্মৃতি ফিরে এসেছে। সে বছর চট্টগ্রাম বন্দরে চিন থেকে আসা ১০টি ট্রাকভর্তি অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তদন্তে উঠে এসেছিল, উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের কাছে ওই অস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সেই সময় বাংলাদেশের ক্ষমতায় ছিল বিএনপি সরকার, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খালেদা জিয়া।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আমলে চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ঢাকার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে বাংলাদেশগামী জাহাজে বিপুল পরিমাণ ক্ষেপণাস্ত্রের জ্বালানি উদ্ধারের ঘটনা ভারতের নিরাপত্তা মহলে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। তবে জাহাজের সরঞ্জামগুলির প্রকৃত গন্তব্য ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তদন্তের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ্যে আসেনি।

‘নেপাল ছাড়া আমাদের রামও অসম্পূর্ণ’, বলেন্দ্রর সঙ্গে বৈঠকে বার্তা মোদির



নয়াদিল্লি : ভারত ও নেপালের সম্পর্ক শুধু প্রতিবেশীসুলভ নয়, তা ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের গভীরে প্রোথিত। আর সেই সম্পর্কের অন্যতম সেতুবন্ধন রাম ও সীতা। ‘নেপাল ছাড়া আমাদের রামও অসম্পূর্ণ’;নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর এই মন্তব্য করে দুই দেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একই সঙ্গে নেপালের বন্যা-পরবর্তী পুনর্গঠন ও উন্নয়নে ২৪ হাজার কোটি নেপালি রুপির আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করে কাঠমান্ডুর পাশে থাকার বার্তাও দিল্লির। দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে চিনের প্রভাবের মধ্যেই নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বিদেশ সফরে ভারতকে বেছে নেওয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

রবিবার দু’দিনের সফরে দিল্লিতে পৌঁছন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ। সোমবার মোদির সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই দেশের বহুমুখী সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে মোদি বলেন, ভারত ও নেপাল কেবল প্রতিবেশী নয়, বরং পরস্পরের বিশ্বাস ও সহযোগিতার অংশীদার। দুই দেশ নিজেদের আনন্দ যেমন ভাগ করে নেয়, তেমনই কঠিন সময়েও একে অপরের পাশে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, বলেন্দ্র জানান, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে অর্থবহ ও ভবিষ্যৎমুখী আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করতে দুই দেশ ঐকমত্যে পৌঁছেছে।

এদিন নেপালের সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য ২৪ হাজার কোটি নেপালি রুপির সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেন মোদি। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। বন্যায় প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে নেপালের পুনর্গঠনে ভারত সবরকম সহযোগিতা করবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

এশিয়ার তৃতীয় শক্তিধর দেশ ভারত, প্রভাবশালী নেতাদের তালিকায় দ্বিতীয় মোদি

নয়াদিল্লি : বিশ্বমঞ্চে ভারতের শক্তি ও প্রভাব আরও বাড়ল। অস্ট্রেলিয়ার থিঙ্ক ট্যাঙ্ক লোয়ি ইনস্টিটিউটের প্রকাশিত ‘এশিয়া পাওয়ার ইনডেক্স ২০২৬’ অনুযায়ী, এশিয়ার তৃতীয় শক্তিধর দেশ ভারত। পাশাপাশি এশিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতাদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত বছর তিনি ছিলেন পঞ্চম স্থানে। তালিকার শীর্ষে রয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

শক্তিধর দেশের তালিকায় ৭৮.৯ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম আমেরিকা এবং ৭৩.৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় চিন। ভারতের ঝুলিতে ৪০.৫ পয়েন্ট। রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র রফতানি এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব বৃদ্ধিতে ভারতের অবস্থান শক্তিশালী হয়েছে।

১০০ আসনের দাবিতে অনড় কংগ্রেস, ৫৫-তেই আটকে অখিলেশ! উত্তরপ্রদেশে জোটে আসন-জট



লখনউ : উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে বিরোধী শিবির। নির্বাচনে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি জোট ঘোষণা করলেও আসন জট গুরুতর আকার নিয়েছে। নির্বাচনে সপার কাছে ১০০-র বেশি আসন দাবি করেছে কংগ্রেস। তবে হাত শিবিরের এই দাবি মানতে নারাজ অখিলেশের দল। টালমাটাল এই পরিস্থিতিতে সোমবার কংগ্রেস সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারির বাড়িতে বৈঠকে বসেছিলেন দুই দলের ৪ জন শীর্ষ নেতা। তবে মাত্র ১৫ মিনিটেই শেষ হল সেই বৈঠক। সূত্রের খবর, এই বৈঠকে সপার তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে, ‘আসন ভাগ হবে প্রার্থীদের জয়ের সম্ভাবনা বিচার করে।’

বৈঠক প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি আরাধনা মিশ্র বলেন, দইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। আশা করছি আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে আসন ভাগাভাগি হয়ে যাবে। তবে কংগ্রেসের দাবি, আসন সংখ্যা নিয়ে চূড়ান্ত কোনও আলোচনা হয়নি। তবে বৈঠকে কংগ্রেসের নজর ছিল উত্তরপ্রদেশের ৬০টি ‘এ-গ্রেড’ আসনে। অর্থাৎ যেখানে জয়ের সম্ভাবনা বেশি। দলীয় সূত্রের খবর, কংগ্রেস চাইছে ১০০টি আসন। যাতে অন্তত ৬০টি আসনে জিততে পারে হাত শিবির। কংগ্রেসের দাবি, সেইসব বিধানসভা কেন্দ্রগুলি তাদের দেওয়া হোক যেখানে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তারা এগিয়ে ছিল বা অল্প ব্যবধানে এগিয়েছিল। এছাড়া, অতীতের ‘দলিত-মুসলিম-ব্রাহ্মণ’ ফর্মুলার আসনগুলিও চাইছে হাত শিবির। ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে কংগ্রেসকে ১০৫টি আসন ছেড়েছিল সপা। সেই হিসেবে এবার ১০০-র বেশি আসন দাবি করেছে হাত শিবির। এছাড়া ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ১৭টি আসনে লড়েছিল কংগ্রেস। সেই হিসেবে বিধানসভায় ৮৫টি আসন দাবি করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে এক কংগ্রেস নেতা বলেন, আমরা শুধু সংখ্যা নয়, জেতার মতো আসন চাই। দলিত, ব্রাহ্মণ ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের ভোট টানতে হলে সম্মানজনক আসন দরকার। এই অবস্থায় অতি উৎসাহে কংগ্রেস সপাকে ১৮১টি আসনের তালিকা পাঠিয়ে দিয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে অখিলেশ যাদব ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, আসন সংখ্যা নয়, ভোটে জেতাই আসল। সপার এক সাংসদ কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বলেন, তউত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের নিজস্ব কোনও ভোটব্যাঙ্ক নেই। গত বিধানসভায় ওরা মাত্র ২টি আসন ও ২ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। ফলে বেশি আসনের পরিবর্তে কংগ্রেস যেসব আসনে গত ২ বিধানসভায় ভালো ফল করেছে, এবং যেখানে তাদের শক্তিশালী নেতৃত্ব রয়েছে, সেই আসনগুলির দাবি করুক।

গোহত্যা বন্ধে নতুন আইন আনছে রাজ্য, গো-সেবায় ১ লক্ষ টাকা করে ঘোষণা শুভেন্দুর



কলকাতা: রাজ্যে গোহত্যা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে নতুন আইন আনার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এ বিষয়ে বিল এনে আইন তৈরি করা হবে। পাশাপাশি বয়স্ক ও অসুস্থ গরুর প্রতিপালনে ‘গোকুল মিশন’ নামে নতুন প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে গরুর সেবার জন্য বছরে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোনও ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান বা গোপালক বয়স্ক ও অসুস্থ গরুর সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিলে তাঁরা এই সাহায্য পাবেন। গরুর সংখ্যার ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ নির্ধারিত হবে। এ বিষয়ে নির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রকাশ করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকল্পের কাজ পর্যালোচনা করা হবে।

শুভেন্দু বলেন, ১৯৫০ সালের ক্যাটল অ্যাক্ট এবং হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী গোহত্যা রোধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে গোহত্যা বন্ধ হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর হুঁশিয়ারি, লুকিয়ে বেআইনি গোহত্যা করলেও রেহাই মিলবে না। খড়গপুর, হাওড়ার বাঁকড়া ও বারুইপুরের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বেআইনি কাজে যুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ ও সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

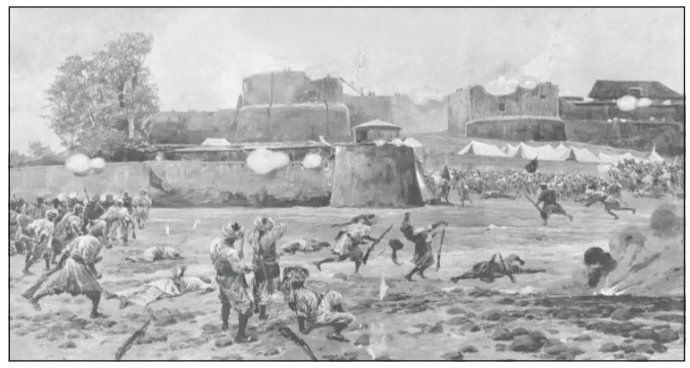
হারিয়ে যাওয়া স্বদেশ, হারায়নি পরিচয়: মিরপুরিদের অসমাপ্ত লড়াই

কেআরসি টাইমস

দেশভাগের প্রায় আট দশক পরও মিরপুরের বাস্তুচ্যুত মানুষের কাছে ১৯৪৭ কেবল একটি অতীত ঘটনা নয়। পুরনো শহর মংলা জলাধারের নীচে, পরিবার ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দেশে। ব্রিটেনে মিরপুরি পরিচয় পেয়েছে নতুন সামাজিক স্বীকৃতি, অথচ ভারতে বসবাসকারী বহু পরিবারের কাছে নাগরিক মর্যাদা, সম্পত্তির অধিকার ও ঐতিহাসিক স্বীকৃতির প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত।

একটি শহর হারিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেই শহরের মানুষের পরিচয় কি হারিয়ে যায়? দেশভাগের ইতিহাসে মিরপুরের অভিজ্ঞতা এই প্রশ্নটিকেই নতুন করে সামনে নিয়ে আসে। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মিরপুর শহর আজ আর আগের অবস্থানে নেই। ১৯৪৭ সালের সহিংসতা তার জনজীবনকে ছিন্নভিন্ন করেছিল, আর পরবর্তী সময়ে মংলা বাঁধের জলাধার পুরনো শহরের বড় অংশকে গ্রাস করেছে। কিন্তু মিরপুরের মানুষের কাছে শহরটি এখনও জীবন্ত; পারিবারিক স্মৃতি, ভাষা, সংস্কৃতি এবং হারানো সম্পত্তির দাবির মধ্যে।

২০২৬ সালের ২৫ নভেম্বর মিরপুরের ১৯৪৭ সালের বিপর্যয়ের ৭৯ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এই দিনটি শুধু একটি ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ড বা বাস্তুচ্যুতির স্মরণ নয়; এটি এমন একটি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও স্বীকৃতির প্রশ্ন, যাদের বহু পরিবার



আজও নিজেদের হারানো স্বদেশের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত।

১৯৪৭ সালের ২৫ নভেম্বর মিরপুরে উপজাতীয় আক্রমণকারীদের অগ্রযাত্রার মধ্যে ভয়াবহ সহিংসতা ঘটে। বহু মানুষ নিহত হন, অনেকে বন্দি হন এবং অসংখ্য পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। নারী ও শিশুদেরও সহিংসতা ও অনিশ্চিত পরিণতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। বেঁচে যাওয়া মানুষদের অনেকেই নতুন করে জীবন শুরু করলেও তাঁদের কাছে হারানো বাড়ি ও পরিবারের স্মৃতি থেকে যায়।

কিন্তু মিরপুরের বাস্তুচ্যুতির ইতিহাসের বিশেষত্ব হল, এখানে মানুষ শুধু নিজেদের বাড়ি বা জমি হারাননি, পরবর্তী সময়ে তাঁদের পুরনো শহরের ভৌগোলিক অস্তিত্বও কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ঝিলম নদীর তীরে গড়ে ওঠা পুরনো মিরপুর একসময় বাণিজ্য ও সামাজিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। কিন্তু মংলা বাঁধ নির্মাণের পর জলাধারের বিস্তারে পুরনো শহরটি জলের নীচে চলে যায়। যে বাড়িতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বসবাস করেছে, যে রাস্তায় মানুষের দৈনন্দিন জীবন গড়ে উঠেছিল, যে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান একটি জনসমাজকে একসূত্রে বেঁধেছিল; তার বড় অংশই এখন অতীতের স্মৃতি।

এই বাস্তবতা মিরপুরের বাস্তুচ্যুতদের সমস্যাকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। সাধারণত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন বা সম্পত্তি ফেরতের প্রশ্নে কোনও ভূখণ্ডে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করা যায়। কিন্তু মিরপুরের ক্ষেত্রে সেই প্রত্যাবর্তনের ধারণাই জটিল। পুরনো শহরের বহু জায়গা জলাধারের নীচে থাকায় শুধু রাজনৈতিক বা প্রশাসনিকভাবে ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলেই বাস্তুচ্যুতদের পুরনো জীবন ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

এখানেই প্রশ্ন উঠছে, বাস্তুচ্যুতির ক্ষতিপূরণ বলতে কী বোঝায়? জমির আর্থিক মূল্য ফেরত দেওয়া, নাকি একটি সম্প্রদায়ের হারানো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতের স্বীকৃতি দেওয়া? মিরপুরের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

মিরপুরের মানুষের অভিবাসনের ইতিহাসও একরৈখিক নয়। দেশভাগের পর বিভিন্ন সময়ে তাঁদের একটি বড় অংশ ব্রিটেনে পাড়ি দেন। বিশেষ করে মংলা বাঁধ নির্মাণের সময় কর্মসংস্থানের পরিবর্তন এবং নতুন অর্থনৈতিক সুযোগের সন্ধানে ব্রিটেনে অভিবাসন বাড়ে। ধীরে ধীরে সেখানে একটি শক্তিশালী মিরপুরি প্রবাসী সমাজ গড়ে ওঠে।

প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের কাছে নতুন দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম ব্যবসা, শিল্প, শিক্ষা, সামাজিক সংগঠন ও রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছে। একই সঙ্গে ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখার প্রচেষ্টাও জোরদার হয়েছে।

ব্রিটেনে বৃহত্তর পাকিস্তানি পরিচয়ের পাশাপাশি নিজেদের স্বতন্ত্র মিরপুরি ও পাহাড়ি পরিচয় তুলে ধরার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। ব্রিটিশ জনগণনার ভাষাগত শ্রেণিবিভাগে ‘পাকিস্তানি পাহাড়ি (মিরপুরি ও পোথওয়ারি-সহ)’ পরিচিতির উল্লেখ এই ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যের একটি প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টান্ত। তবে এই শ্রেণিবিভাগকে সমগ্র মিরপুরি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না; এটি মূলত প্রধান ভাষা হিসেবে সংশ্লিষ্ট ভাষার কথা জানানো মানুষের তথ্য।

ব্রিটিশ রাজনীতিতেও মিরপুরি বংশোদ্ভূতদের উপস্থিতি বেড়েছে। শাবানা মাহমুদ, যাঁর পরিবারের শিকড় মিরপুরে, ২০২৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ২০২৬ সালের জুলাইয়ে পুনরায় ওই পদে নিযুক্ত হন। তাঁর রাজনৈতিক উত্থান অভিবাসী পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। অন্যদিকে, ভারতে ছড়িয়ে থাকা মিরপুরি বাস্তুচ্যুতদের অভিজ্ঞতা অনেকটাই ভিন্ন। তাঁদের বহু পরিবার নতুন পরিবেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছে। ভাষা ও আঞ্চলিক পরিচয় কখনও উপহাসের কারণ হয়েছে। ফলে কিছু পরিবার নিজেদের মিরপুরি পরিচয় প্রকাশ্যে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও দ্বিধায় পড়েছে। এই বৈপরীত্য গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটেনে মিরপুরি পরিচয় যেখানে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হয়ে উঠেছে, সেখানে ভারতে অনেকের কাছে সেই পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাস্তুচ্যুতি, অনিশ্চয়তা এবং স্বীকৃতির অভাব।

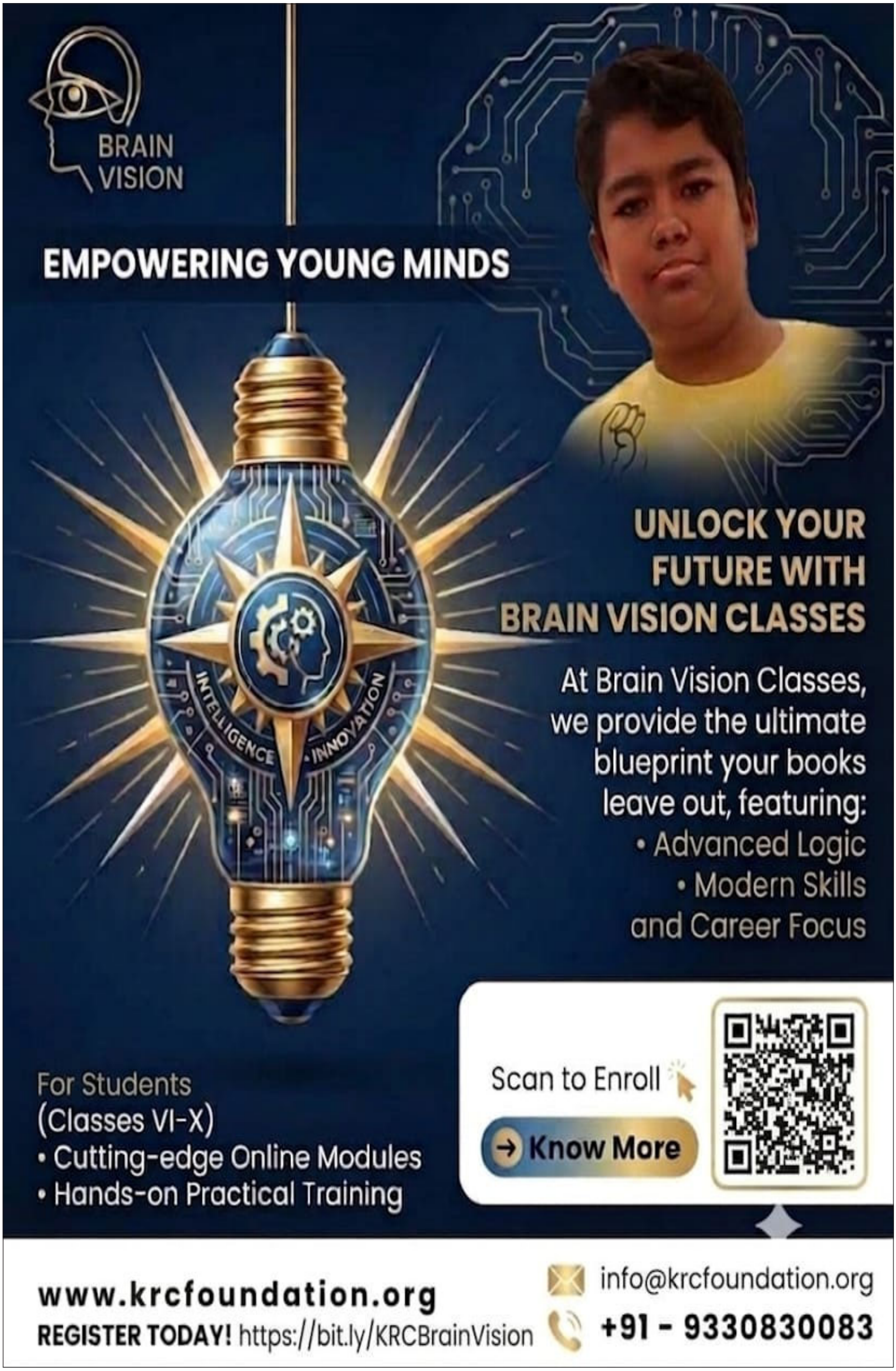
মিরপুরি বাস্তুচ্যুতদের দীর্ঘদিনের দাবির অন্যতম হল তাঁদের অবস্থানের স্পষ্ট প্রশাসনিক স্বীকৃতি এবং ১৯৪৭ সালে ফেলে আসা সম্পত্তির জন্য ন্যায়সংগত নিষ্পত্তি। ভারতে বহু পরিবার কয়েক প্রজন্ম ধরে বসবাস করলেও তাঁদের দাবি ও অবস্থান নিয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। তাঁদের বক্তব্য, বাস্তুচ্যুতির ইতিহাস এবং তার ফলে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব পাওয়া প্রয়োজন। সরকারি অবস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হল, সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ড ভারতের অংশ এবং ভবিষ্যতে অঞ্চলটি পুনরুদ্ধার করা গেলে বাস্তুচ্যুতরা তাঁদের সম্পত্তির অধিকার ফিরে পাওয়ার সুযোগ পাবেন। কিন্তু মংলা জলাধারের বাস্তবতা এই যুক্তির সামনে নতুন প্রশ্ন তৈরি করেছে। যে পুরনো শহরের বাড়িঘর ও জমির বড় অংশ জলের নীচে, সেখানে সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কতটা কার্যকর হতে পারে?

এই কারণে মিরপুরের দাবি শুধু আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিষয় নয়। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি, পুনর্বাসনের নীতি, সামাজিক মর্যাদা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরার অধিকার। মিরপুরের সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার তাই শুধু হারানো ভূখণ্ড নয়, বরং সেই ভূখণ্ড হারিয়েও পরিচয় ধরে রাখার মানুষের সংগ্রাম।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।


BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard